সিমন দ্য
বোভোয়া

মেয়েদের হার মেয়েদের জিত

boobook

boobook

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সকল ইমেজ ব্যবহারের অনুমতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নেয়া সম্ভব হয়নি। যদি ব্যবহৃত কোনো ইমেজের স্বত্বাধিকারী আপত্তি উত্থাপন করেন তবে পরবর্তী মুদ্রণ বা সংস্করণে সেই ইমেজ বাদ দেওয়া হবে।

কথামালাভিত্তিক গ্রন্থ বলে, অনুবাদকের নিজস্ব বানানরুচিকে অক্ষুণ্ন মানা হয়েছে। বিধায়, সব ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি' বানানবিধি অনুসরণ করা যায়নি। এ-নিয়ে পাঠকের যেকোনো অস্বস্তির প্রতি আমরা অনুভূতিশীল।

meyeder haar meyeder jit
compiled and translatated from
simone de beauvoir's interview
& la force de l'âge
by sandipan bhattacharya
published by boobook,
july 2020, dhaka, bangladesh.

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ইমেজটি হেনরি মাতিসের শিল্পকর্ম হতে গৃহীত

ISBN 978-984-93730-8-7

পাঠকের মূল্য: ৳ ১২৫ । ₹ ১২৫ (সুলভ)
৳ ১৮৫ । ₹ ১৮৫ (শোভন)

* বুবুক বইটির ইমপ্রিন্ট স্বত্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মনফকিরা হতে প্রাপ্ত হয়েছে

গ্রন্থস্বত্ব

অনুবাদ © সন্দীপন ভট্টাচার্য
বই কপিরাইট © বুবুক

প্রথম মনফকিরা প্রকাশ • জুলাই ২০০৮
প্রথম বুবুক প্রকাশ • জুলাই ২০২০

পরিবেশক • বুবুক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক • মনফকিরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই • বাংলাদেশে তৈরি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
noktaforge

boobook

বাড়ি ২৪৬/এ, সড়ক ১০এ, পশ্চিম ধানমন্ডি,
ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ

+৮৮০ ১৯১৯২৭৬৪৫৮
+৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

dak@boobook.co
www.boobook.co

৯ **সাক্ষাৎকার ১**
মেয়েদের হার, মেয়েদের জিত

৪১ **আত্মজীবনীর অংশ**
মেয়েদের জয় করার আছে অনেক লড়াই

৫৭ **সাক্ষাৎকার ২**
মেয়েরা যেমন, আমি তেমনই দেখিয়েছি

৮৭ **সিমন দ্য বোভোয়া**
জীবন রেখা

boobook

বিনীত

boobook

সময়টা ২০০২-০৪ সালের মধ্যেই সম্ভবত। শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেট, বই পাড়া। মনচাষা নামে এক নতুন প্রকাশকের বই হাতে পেলাম। নতুন কিছু পাওয়ার উত্তেজনা আর তাতেই অভিভূত—এই বিষয়ই তো খুঁজছিলাম, তাও আবার পেলাম এত কম দামে! এরপর হঠাৎই একসময় আর নাই...

অনেকদিন পর দেখি সেই একই চেহারার বই। প্রকাশক মনফকিরা। বেশ কিছুদিন লাগল প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তনের বিষয়টি বুঝতে। ওদেরই একটা বই হাতে পেলাম তক্ষশীলা থেকে—'মেয়েদের হার মেয়েদের জিৎ'। বইটি সিমন দ্য বোভেয়ারের দুটি সাক্ষাৎকার আর আত্মজীবনীর কিছু অংশের সংকলন। ভাষান্তর করেছেন সন্দীপন ভট্টাচার্য। বইটি পড়ে শুধু যে মুগ্ধ হলাম তা নয়, একই সাথে তা মনে গভীর ছাপ ফেলল।

সাক্ষাৎকার ১

‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’ প্রসঙ্গে সিমন দ্য বোভোয়া

boobook

‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’ প্রকাশের পর প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল। বহু লোক, বিশেষত আমেরিকায়, একে সমকালীন নারীবাদী আন্দোলনের প্রারম্ভ বলে মনে করে। আপনি কি... **[জন গেরাসি]**

আমি তা মনে করি না। সাম্প্রতিক নারীবাদী আন্দোলন, প্রকৃতপক্ষে যা শুরু হয়েছে বছর পাঁচ-ছয় আগে, এ বইয়ের কথা তেমন জানে না। তারপর আন্দোলনের প্রভাব-পরিধি বাড়াতে, কোনো-কোনো নেত্রী এ বই থেকে তাত্ত্বিক ভিতটা নিয়েছে। ফলে ‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’ কোনোভাবেই নারীবাদী আন্দোলন আরম্ভ করেনি। অধিকাংশ মহিলা, যারা এখন এ আন্দোলনে খুব সক্রিয়, ১৯৪৯-৫০-এ এ বই প্রকাশের সময়ে এতই অল্পবয়সী ছিল যে এ বই পড়ে তাদের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। অবশ্য আমায় খুশি করেছে যেটা, সেটা হল পরে তারা এ বইটা আবিষ্কার করেছে। বয়স্ক কয়েক জন, যেমন বেটি ফ্রিডান,

কিন্তু কী হল তাতে? তারা দেখল, যে-দল বা সংগঠনে তারা যোগ দিয়েছিল—যে-সমাজকে তারা উলটে দিতে চায়, ঠিক সেই সমাজের মতো সেখানেও তারা দ্বিতীয় সারির। এখানে, এই ফ্রান্সে, এবং আমি তো বলব আমেরিকাতেও তা-ই, তারা দেখল, নেতারা প্রায় সর্বদাই পুরুষ। মেয়েরা শুধু টাইপ করবে, আর কফি বানিয়ে দেবে তাদের—এই ছদ্ম-বিপ্লবীদের। 'ছদ্ম' কথাটা বলা হয়তো ঠিক নয়। বহু আন্দোলনের পুরুষ'প্রবর'রা হয়তো সত্যিই বিপ্লবী। কিন্তু পুরুষমুখী সমাজে শিক্ষিত, বর্ধিত ও মার্জিত হওয়ার ফলে তারা আন্দোলনেও ঐ অভিমুখ এনে ফেলে। বোঝা যায় যে, এ রকম লোক স্বেচ্ছায় ঐ অভিমুখ ছাড়বে না, ঠিক বুর্জোয়া শ্রেণিও যেমন স্বেচ্ছায় তার ক্ষমতা ছাড়বে না। ফলে ধনীর ক্ষমতা যেমন ছিনিয়ে নেওয়ার দায় শ্রমিকের, তেমনি পুরুষের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার দায় মেয়েদের। তার মানে উলটে পুরুষকে দমন করা নয়। এর মানে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। সমাজতন্ত্র, মানে প্রকৃত সমাজতন্ত্র যেমন সকল মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে, তেমনি নারীবাদী আন্দোলনও বুঝতে পারে যে আন্দোলনের মধ্যে শাসকশ্রেণি, ঐ পুরুষের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে এনেই তাকে লিঙ্গ-সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অন্যভাবে বললে, শ্রেণিসংগ্রামে অংশ নিয়েই মেয়েরা বুঝতে পারে যে শ্রেণিসংগ্রাম লিঙ্গগত সংগ্রামকে অপসারিত করে না। ঠিক এইখানে এসে, ওপরে যা বললাম, আমি নিজেও সে বিষয়ে সচেতন হই। তার আগে আমিও বিশ্বাস করতাম যে ধনতন্ত্রের ধ্বংস না-হলে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, অতএব—এই 'অতএব' নিয়েই যত গণ্ডগোল—অতএব, শ্রেণিসংগ্রামটাই করতে হবে আগে। ঠিক কথা যে, ধনতন্ত্রের অধীনে লিঙ্গসাম্য সম্ভব নয়। যদি সব মহিলাই

পুরুষের মতো সব কাজ করতে শুরু করে, তা হলে ধনতন্ত্র যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে, কী হবে সে সবের? যেমন ধরো চার্চ, বিবাহ, সৈন্যদল বা লক্ষ-লক্ষ কারখানা, আর দোকানপত্রের কী হবে—যারা নির্ভর করে টুকরো কাজ, সাময়িক কাজ আর শস্তা শ্রমের ওপর? আবার এ কথাও সত্যি নয় যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবধারিতভাবে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সোভিয়েত রাশিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো (যদি অবশ্য এ সমস্ত দেশকে আমরা 'সমাজতান্ত্রিক' বলতে প্রস্তুত থাকি। আমি তা বলতে রাজি নই), শ্রমিকশ্রেণির বন্ধনমুক্তি আর নারীর বন্ধনমুক্তি নিয়ে সেখানে বিভ্রান্তির প্রায় শেষ নেই। শ্রমিকশ্রেণি বলতে যেন পুরুষকেই বোঝায়। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ এখানকার মতো সে সব দেশেও অটুট। মেয়েদের মধ্যে এই চেতনা যে—শ্রেণিসংগ্রাম লিঙ্গসংগ্রামকে মূর্ত করে না—এই চেতনাটাই নতুন। নতুন হলেও এই সংগ্রামে ব্যস্ত মেয়েরা তা ইতোমধ্যে জেনে গেছে। নারীবাদী আন্দোলনের সেটাই বিরাট সাফল্য। তার কারণ, এই চেতনাই আগামী দিনে ইতিহাসের ধারাকে বদলে দেবে।

boobook

কিন্তু এ চেতনা তো শুধু সেই সব মহিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যারা বামপন্থী, অর্থাৎ গোটা সমাজের পুনর্বিন্যাসে যারা দায়বদ্ধ? **[জন]**

হ্যাঁ, তা-ই, যেহেতু বাদবাকিরা রক্ষণশীল, মানে তারা যা ছিল বা আছে, তাকেই রক্ষা করতে চায়। দক্ষিণপন্থী মেয়েরা বিপ্লব চায় না। তারা কেউ মা, কেউ বউ—তাদের পুরুষদের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। অথবা, যদি তারা বিক্ষোভও দেখায় তো সেটা কেকের বড় ভাগটা পাওয়ার জন্য। তারা আরও আয় করতে চায়, সংসদে

আত্মজীবনীর অংশ

মেয়েদের জয় করার আছে অনেক লড়াই

boobook

‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’-এর প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল জুন-এ, মে মাসে লে তঁ মদের্ন’ ‘যৌনতায় মেয়েদের দীক্ষা’ বিষয়ক অধ্যায়টা ছেপেছিল এবং তারপর জুন আর জুলাই সংখ্যায় বেরিয়েছিল ‘সমকামী’ ও ‘মাতৃত্ব’ বিষয়ক অধ্যায়-দুটো। গালিমার প্রকাশ করে এর দ্বিতীয় খণ্ডটা।

এ বইয়ের কথা কীভাবে আমার মাথায় আসে তা বলেছি—প্রায় হঠাৎই। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বুঝতে পারি যে সেটা করতে গেলে আমাকে ‘সাধারণ’ভাবে মেয়েদের অবস্থার কথাটা প্রথমে বলতে হবে। পুরুষরা তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম, সংস্কার, মতাদর্শ ও সাহিত্য দিয়ে মেয়েদের সম্পর্কে যে-সমস্ত অতিকথা তৈরি করেছে, প্রথমে বিচার করে দেখলাম সে সব। প্রথমে যে-ছবি পুরো বিশৃঙ্খল বলে মনে হয়েছিল, চেষ্টা করলাম তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনতে। প্রতিটা ক্ষেত্রেই দেখি, পুরুষ নিজেকে তুলে ধরেছে বিষয় হিসেবে, আর মেয়েদের দেখেছে বস্তু হিসেবে, অপর হিসেবে। এই ধারণাকে অবশ্যই ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দিয়ে ব্যাখ্যা

করা যায়। সার্ত্র আমাকে বলেন যে, এর সঙ্গে খানিকটা শারীরতত্ত্বের ইঙ্গিতও আমার দেওয়া উচিত। এ সব কথা হয়েছিল রামাতুয়ে-তে, এ নিয়ে তখন আমরা বেশ অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমার দ্বিধা যায় না, ভাবতে পারিনি যে এত বড় মাপের লেখায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলব। এ কথা সত্যি যে মিথ বা অতিকথা নিয়ে আমার যাবতীয় পড়াশোনা শূন্যেই ঝুলে থাকে, যদি না লোকে সেই বাস্তবের কথা জানে, এই সমস্ত মিথ যা আড়াল করতে চায়। ফলে শারীরতত্ত্ব আর ইতিহাস পড়ায় মন দিলাম। কিন্তু আমি শুধু তার সংকলন করেই কাজ সারিনি। এমনকি বৈজ্ঞানিকেরাও, সে নারী বা পুরুষ যা-ই হোক না কেন, পুরুষের সপক্ষে সংস্কারগ্রস্ত, ফলে তাদের বিবিধ ভাষ্যের উপরিতল সরিয়ে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে আমাকে গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়েছে। ইতিহাসের গভীরে যাত্রাশেষে আমি ফিরে এলাম এমন কিছু ধারণা নিয়ে যা আমি অন্য কোথাও ব্যক্ত হতে দেখিনি : মেয়েদের ইতিহাসকে আমি উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত করলাম, কারণ সেটাকে পুরুষতান্ত্রিক জগতের অর্থনৈতিক বিকাশেরই একটা উপজাত পদার্থ বলে আমার মনে হয়েছে।

মেয়েদের আমি দেখতে শুরু করলাম নতুন দৃষ্টিতে, আর দেখলাম যে আমার জন্য সেখানে পর-পর একাধিক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। চল্লিশ পেরিয়ে জগতের এমন একটা দিক হঠাৎ আবিষ্কার করাটা যেমন আশ্চর্যের, প্রায় তেমনই উদ্দীপনার। তোমার দিকে সরাসরি সব সময়ে তাকিয়ে আছে তা, অথচ যা তুমি আগে কখনও খেয়াল করে দেখোনি। বইটা যে-সব ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে, তার একটা হল, লোকে ভেবে বসল, আমি বোধ হয় নারী ও পুরুষের মধ্যে যে-কোনো রকম পার্থক্যের কথাই অস্বীকার করেছি। অথচ, এ বই লিখতে গিয়ে আমি বরং তাদের আলাদা করে রেখেছে যে-সব বিষয়, সে সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হয়েছি। কিন্তু এ সমস্ত পার্থক্যের প্রায় সবটাই সাংস্কৃতিক, মোটেই

boobook

সাক্ষাৎকার ২

মেয়েরা যেমন, আমি তেমনই দেখিয়েছি

boobook

সিমন দ্য বোভোয়া আমাকে জাঁ জেনে এবং জাঁ-পল সার্ত্র-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, পরে যাঁদের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। কিন্তু তিনি নিজে সাক্ষাৎকার দিতে দ্বিধাগ্রস্ত : 'আমাকে নিয়ে আমরা কথা বলব কেন? স্মৃতিকথার তিন খণ্ডে যথেষ্ট হয়নি বলছ?' রাজি করাতে আরও কয়েকটা চিঠি, আরও কয়েক প্রস্থ কথাবার্তার দরকার হল, তার পরেও এই শর্ত যে, 'বেশি দীর্ঘ না-হয় যেন।'

মঁপারনাস-এর রু শ্যোলকার-এ বোভোয়া-র স্টুডিয়োয় সাক্ষাৎকারটা হল, সার্ত্র-র অ্যাপার্টমেন্ট থেকে যার দূরত্ব মিনিট-পাঁচেকের। বড়সড়, রৌদ্রোজ্জ্বল একটা ঘর, তাঁর পড়াশোনার জন্য আর বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা—আমরা কথা বললাম সেখানে। বইয়ের তাকগুলো আশ্চর্য সব বাজে বইয়ে ভর্তি। 'ভালো বইগুলো সব বন্ধুরা নিয়ে গেছে, আর ফেরত দেয়নি,' তিনি জানালেন। টেবিলগুলো নানা রকম রঙিন শিল্পবস্তুতে ভরা,

ওয়েভস’ নিয়ে আমার তত মাথাব্যথা নেই, কিন্তু এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর ওপর তাঁর বইটা আমার খুব, খুব প্রিয়।

আর তাঁর জার্নাল? **[মাদল্যেন]**

তেমন আগ্রহ পাইনি। বড্ড বেশি সাহিত্যঘেঁষা। চমৎকার, কিন্তু আমার কাছে বিদেশি। বই বেরোবে কি না, লোকে তাঁর সম্পর্কে কী বলবে, এ নিয়েই বেশি ভেবেছেন। আমার বরং ‘আ রুম অব ওয়ান’স ওন’টা ভালো লেগেছিল, যেখানে তিনি মেয়েদের অবস্থা নিয়ে অনেক বলেছেন। ছোট লেখা, কিন্তু একেবারে ঠিক কপালে গিয়ে লাগে। মেয়েরা কেন লিখতে পারে না, তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মেয়ে-লেখকদের মধ্যে ভার্জিনিয়া উলফ-ই আমায় সবচেয়ে বেশি টানে। ওঁর কোনো ছবি দেখেছ? ভীষণ নিঃসঙ্গ মুখ... এক দিক থেকে তিনি কোলেত-এর থেকে বেশি টানেন। কোলেত, যতই হোক, তাঁর ছুটকো যত প্রেম, ঘর-সংসারের ছোটখাটো সব কথা, লন্ড্রি আর পোষা জন্তু নিয়ে বড্ড ব্যস্ত। ভার্জিনিয়া উলফ সে দিক থেকে অনেক বিস্তারিত।

ওঁর বই কি অনুবাদে পড়েছ? **[মাদল্যেন]**

না, ইংরেজিতে। ইংলিশটা যত ভালো বলি, তার চেয়ে ভালো পড়তে পারি।

লেখকের পক্ষে কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষা কি খুব দরকার? এ নিয়ে কীভাবো? তুমি তো নিজে সরবোন-এ খুব উজ্জ্বল ছাত্রী ছিলে, লোকে তো ভেবেছিল তুমি শিক্ষিকা হিসেবেও দারুণ সফল হবে। **[মাদল্যেন]**

boodbook

একটা পরিবেশ তৈরি করেছি, প্লট তারপর ধীরে-ধীরে গড়ে উঠল। কিন্তু সাধারণত প্লট নিয়ে ভাবার আগেই আমি উপন্যাস লিখতে শুরু করি।

লোকে বলে, তুমি নাকি খুব নিয়মনিষ্ঠ, কাজ না-করে একটা দিনও যেতে দাও না। দিন কখন শুরু করো? [মাদল্যেন]

শুরু করার জন্য সব সময় তাড়াহুড়ো করি, কিন্তু ও-ভাবে দিন শুরু করতে ভালো লাগে না। প্রথমে চা খাই, তারপর ধরো দশটা নাগাদ কাজে বসি, একটা পর্যন্ত কাজ করি। তারপর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়, ফের কাজে বসি, চলে ন-টা পর্যন্ত। দুপুরে ছেড়ে-রাখা সুতোটা তুলে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না। তুমি চলে গেলে যেমন কাগজ পড়ব, বা হয়তো বাজারে যাব। সাধারণত আমার কাজ করতেই ভালো লাগে, কাজ করেই আনন্দ পাই।

সার্ত্র-র সঙ্গে দেখা হয় কখন? [মাদল্যেন]

প্রতিদিন সন্ধেয়, প্রায়শ লাঞ্চের সময়ে। দুপুরের পরে সাধারণত তাঁর ওখানেই কাজ করি আমি।

এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে বিরক্তি লাগে না? [মাদল্যেন]

না। আমি তো আর পণ্ডিতি বই লিখি না। সব কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তারপর দিব্যি কাজ হয়।

boobook